পিতা হিসেবে যেমন ছিলেন নবিজি

ডক্টর ফজলে এলাহি

অনুবাদ

মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক

ফাতিহ প্রকাশন

সূচীপত্র

অধ্যায়-১
সন্তানাদি ও দৌহিত্রদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন ০৮
অধ্যায়-২
প্রিয় মেয়েকে সংবর্ধনা..... ১২
অধ্যায়-৩
মেয়ের সন্তানদের জন্য অসাধারণ ভালোবাসা ১৫
অধ্যায়-৪
সন্তানদের জন্য দুআ ২০
অধ্যায়-৫
সন্তানদের শিক্ষার সুব্যবস্থা..... ৩২
অধ্যায়-৬
দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের খাওয়ানো এবং হাসানো ৩৯
অধ্যায়-৭
কন্যাদের পারিবারিক জীবনের প্রতি গভীর মনোযোগ ৪৭
অধ্যায়-৮
দৌহিত্রদের কায়কারবারে গভীর আগ্রহ..... ৬০
অধ্যায়-৯
মেয়ে ও জামাইয়ের চাহিদার চেয়ে দরিদ্র তলাবার চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া ৬৬
অধ্যায়-১০
মেয়ে ও জামাতাকে তাহাজ্জুদের জন্য উৎসাহিত করা..... ৭১
অধ্যায়-১১
মেয়েকে পার্থিব সাজ-সজ্জা থেকে দূরে রাখা ৭৪

অধ্যায়-১২
কন্যার নিজেকে নিজেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করার উপদেশ..... ৭৮
অধ্যায়-১৩
সন্তানদের জবাবদিহিতা..... ৮১
অধ্যায়-১৪
জামাতাদের সাথে গভীর সম্পর্ক ও সুন্দর আচরণ..... ৯২
অধ্যায়-১৫
সন্তানের অসুস্থতা ও মৃত্যুতে সবর..... ১০৮
অধ্যায়-১৬
কঠিন বিপদের পরও সন্তানের দাফন-কাফন করা..... ১১৪
অধ্যায়-১৭
কন্যাদের প্রতি ধৈর্যের উপদেশ ১১৯
নিবেদন..... ১২৩

অধ্যায়-২

প্রিয় মেয়েকে সংবর্ধনা

সিরাতের পাতায় চোখ পড়তেই ভেসে উঠে নবিজি ﷺ তাঁর সাহেবজাদীকে অত্যন্ত স্নেহ ও মুহাব্বত করতেন।

এ বিষয়ে নিম্নে তিনটি হাদিস পেশ করা হলো :

১ ইমাম মুসলিম রহি. আম্মাজান আয়িশা সিদ্দিকা রা. থেকে নকল করেন যে, তিনি বর্ণনা করেছেন :

كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها تَمْشِي مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ "مَرْحَبًا بِابْنَتِي" . ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এর বিবিরা সকলেই তাঁর কাছে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউই বাদ ছিলেন না। এমন সময় হযরত ফাতিমা রা. এলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চলার ভঙ্গি থেকে একটুও পৃথক ছিল না। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে দেখলেন তখন তিনি এ বলে খোশ আমদেদ জানালেন মারহাবা, হে আমার স্নেহের কন্যা! এরপর তাঁকে নিজের ডানপাশে অথবা বামপাশে বসালেন।[৫]

২. ইমাম ইবনে হিব্বান রহি. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রা. থেকে নকল করেন যে, তিনি বলেছেন :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا ، وَقَبَّلَهَا ، وَرَحَّبَ بِهَا ، وَأَخَذَ بِيَدِهَا ،

[৫] সহিহ মুসলিম : ৪/১৯০৪, নং ৯৮[২৪৫০], সহিহ বুখারি : ১১/৮০৭৯, নং ৬৭৮৫-৬২৮৬

অধ্যায়-৩

মেয়ের সন্তানদের জন্য অসাধারণ ভালোবাসা

সিরাতে তাইয়্যিবা থেকে এ বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয় যে, আমাদের নবিজি ﷺ তাঁর মেয়ের সন্তানদের খুবই ভালোবাসতেন :

এ বিষয়ে নিচের পাঁচটি ঘটনা দেখুন :

১. হযরত হাসান রা. কে কাঁধে উঠানো :

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহি. হযরত বারা রা. থেকে

বর্ণনা করেছেন :

رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ الْعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ .

> আমি হাসান ইবনু আলি রা. কে নবি করিম ﷺ -এর কাঁধে দেখেছি। আর তিনি বলছিলেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তাঁকে ভালোবাসি এবং আপনিও তাঁকে ভালোবাসুন।[৮]

আল্লাহু আকবার! দৌহিত্রের প্রতি মহানবি ﷺ-এর এত ভালোবাসা ছিল যে, তিনি তাঁকে নিজের বরকতময় কাঁধে তুলেছেন! শুধু তাই নয় ; আল্লাহ তাআলার সম্মুখে তাঁর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁকে ভালোবাসার আবেদন করেছেন।

২. নামাযের সময় দৌহিত্রীকে উঠানো :

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহি. হযরত আবু কাদাদা আনসারি রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে :

---

[৮] বুখারি : ৭/৯৪, নং ৩৭৪৯, মুসলিম : ৪/১৮৮৩, নং ৫৮ [২৪২২]

অধ্যায়-৫

সন্তানদের শিক্ষার সুব্যবস্থা

সিরাতে তাইয়্যিবার বরাতে পিতা হিসেবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, নবিজি ﷺ তাঁর কন্যা ও সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়াও নবিজির দৌহিত্ররাও রাসুলের মজলিসে বসে দীনের বিষয়গুলো শিখেছেন ও মুখস্থ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত নিচে দেখুন :

১. কন্যাকে সকালে ও সন্ধ্যায় দুআর তা'লিম :

ইমাম নাসাঈ, ইবনুস সুন্নি ও হাকিম রহি. হযরত আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেন যে,

নবি করিম ﷺ হযরত ফাতিমা রা. কে বললেন :

مَايَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِيْ مَاأُوْصِيْتُ بِهِ، أَنْ تَقُوْلِيْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ :

يَاحَيُّ !يَاقَيُّوْمُ ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ، أَصْلِحْلِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَاتَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

আমি তোমাকে যে অসিয়ত করছি তা শোনা (অর্থাৎ সে অনুযায়ী আমল করা) থেকে কোন জিনিস তোমাকে বিরত রেখেছে। তুমি সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআটি পড়বে :

(يَاحَيُّ !يَاقَيُّوْمُ ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ، أَصْلِحْلِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَاتَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

অধ্যায়-৭

কন্যাদের পারিবারিক জীবনের প্রতি গভীর মনোযোগ

সিরাতে তাইয়্যিবার উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো যে, নবি করিম ﷺ তাঁর হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও মেয়েদের পারিবারিক জীবনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতেন। এ বিষয়ে মাত্র ছয়টি উপমা পেশ করা হলো :

১. মেয়েকে বিবাহ দেওয়া

এ সম্পর্কে রবের তাওফিকে দুটি বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো :

১. ইমাম ইবনু সাদ, ইবনুস সুন্নি, তাবরানি ও বাযযার রহি. হযরত বারিদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন :

আনসারদের কিছু লোক হযরত আলি রা.কে বললেন :

عِنْدَكَ فَاطِمَةُ رضي الله عنها ، تَأْتِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ، و فِيْ رِوَايَةٍ لَوْ خَطَبْتَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها

আপনার কাছে তো হযরত ফাতিমা রা. আছেন। সুতরাং আপনি নবিজির খেদমতে উপস্থিত হন। (অর্থাৎ নবিজির কাছে হযরত ফাতিমা রা.-এর হাত চেয়ে নেন।) এবং অন্য বর্ণনায় এসেছে যদি আপনি হযরত ফাতিমা রা.-এর সম্বন্ধ চান।

অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হন এবং নবি করিম ﷺ বললেন,

مَاحَاجَةُ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضي الله عنه

ইবনু আবি তালিবের কী প্রয়োজন?

হযরত আলি ইবনু আবি তালিব রা. আরজ করলেন :

অধ্যায়-৯

মেয়ে ও জামাইয়ের চাহিদার চেয়ে দরিদ্র তলাবার চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া

নবি করিম ﷺ তাঁর সন্তানদের খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দয়ার নবি ﷺ তাদের চাহিদার চেয়ে দরিদ্র ও অভাবীদের চাহিদাকে প্রাধান্য দিতেন।

নিম্নে এ বিষয়ে একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো :

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহি. হযরত আলি রা. থেকে

বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি হযরত ফাতিমা রা. কে বললেন :

وَاللَّهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى لَقَدْ اشْتَكَيْتُ صَدْرِي

قَالَ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ أَبَاكِ بِسَبْيٍ فَاذْهَبِي فَاسْتَخْدِمِيهِ

فَقَالَتْ : وَأَنَا وَاللَّهِ قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ

فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَيْ بُنَيَّةُ

قَالَتْ : جِئْتُ لَأُسَلِّمَ عَلَيْكَ

وَاسْتَحْيَا أَنْ تَسْأَلَهُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ مَا فَعَلْتِ ؟

قَالَتْ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ

فَأَتَيْنَاهُ جَمِيعًا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِي

অধ্যায়-১১

মেয়েকে পার্থিব সাজ-সজ্জা থেকে দূরে রাখা :

নবিজির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আখেরাত। পার্থিব সামানা ছিল প্রয়োজনমাফিক। সাজসজ্জা ও আড়ম্বরতা থেকে দূরে, সরলতা ও মিতব্যয়ী জীবন-যাপন করতেন।

নবি মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এ বিষয়টি তাঁর সন্তানের জীবনে আনার চেষ্টা করেছেন।

এর দলিলসমূহ থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস দলিল হিসেবে ইমাম বুখারি রহি. তাঁর কালজয়ী কিতাবে এনেছেন। তিনি বলেছেন,

أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ؛ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

নবি করিম ﷺ একদিন হযরত ফাতিমার ঘরে গেলেন। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ না করে (ফিরে এলে) হযরত আলি রা. ঘরে এলে তিনি তাঁকে ঘটনা জানালেন। তিনি আবার নবি করিম ﷺ-এর নিকট বিষয়টি আরয করলেন।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا

আমি তাঁর দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি।

তারপর বললেন :

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا

দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ :

হযরত আলি রা. তাঁর (হযরত ফাতিমা রা.) কাছে এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। (সব শুনে) হযরত ফাতিমা রা. বললেন :

অধ্যায়-১২

কন্যার নিজেকে নিজেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করার উপদেশ

সাধারণত বড় লোকদের সন্তানদের মধ্যে অলসতা এবং অবহেলা বেশি দেখা যায়। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ তাঁর প্রিয় মেয়েকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাল বিচার দিবসে বাপের বড় হওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কোন কাজে আসবে না। সে যেন সেসব জিনিস থেকে নিজেকে দূরে রাখে, যার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহি. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে নকল করেন যে, তিনি বলেছেন :

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ أَنْزَلَ اللهُ) وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ قَالَ

যখন الْأَقْرَبِيْنَ عَشِيْرَتَكَ وَأَنْذِرْ (তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর) এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন :

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ،

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! অথবা অনুরূপ বাক্য, নিজেদের কিনে নাও। (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন থেকে কিনে নিজের জীবন বাঁচাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের কোন উপকারে আসবো না।[৮৭]

يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ

[৮৭] ফাতহুল বারি : ৮/৩০৫

অধ্যায়-১৪

জামাতাদের সাথে গভীর সম্পর্ক ও সুন্দর আচরণ

পিতা হিসেবে সিরাতের অন্যতম একটি অধ্যায় হলো, নবি করিম ﷺ তাঁর জামাতাদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁদের সাথে সদাচরণ করতেন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত তিনটি উপশিরোনামে আলোচনা করা হচ্ছে :

ক : জামাতাকে দুআ শিক্ষা দেওয়া।

খ : জামাতার জন্য দুআ করা।

গ : জামাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা।

১. জামাতাকে দুআ শেখানো ব্যাপারে দুটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

ক : জামাতাকে কষ্ট ও বিপদের সময়ে দুআ পড়ে শেখানো :

ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনে হিব্বান রহি. হযরত আলি রা. থেকে নকল করেন, তিনি বলেছেন :

لَقَّنَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَ أَمَرَنِيْ إِنْ نَزَلَ بِيْ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُوْلَهُنَّ :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْكَرِيْمُ الْحَلِيْمُ ،

سُبْحَانَهُ ، وَ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ ،

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই বাক্যগুলো শিখিয়েছেন এবং আমাকে আদেশ করেন, যদি আমার উপর বিপদাপদ নিপতিত হয়, তবে যেন এই দুআ পাঠ করি,

অধ্যায়-১৫

সন্তানের অসুস্থতা ও মৃত্যুতে সবর

পৃথিবীর সবচেয়ে সঙ্গীন আঘাতের মধ্যে অন্যতম আঘাত হলো সন্তানের মৃত্যু। আমাদের নবি করিম ﷺ কে বহুবার এই আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত ফাতিমা রা. ব্যতীত নবিজি ﷺ তাঁর সকল সন্তানের মৃত্যুর আপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তিনি পরিপূর্ণ সবর এবং দৃঢ়তার সহিত এই আঘাত সহ্য করেছেন।

(নবিজির সন্তানের সংখ্যার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। চার মেয়ে এবং দুই ছেলে মোট ছয়জনের ব্যাপারে সবাই একমত। এর থেকে বেশির ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত ফাতিমা রা. ব্যতীত সবাই নবিজির জীবদ্দশায় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।[১২৬]) রবের তাওফিক এ বিষয়ে চারটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

১. মেয়ের মৃত্যুতে সবর করা :

ইমাম বুখারি রহি. হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে নকল করেন, তিনি বলেছেন :

شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

قَالَ : جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ

قَالَ : فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ.

আমরা আল্লাহর প্রিয় মাহবুব রাসুল ﷺ -এর এক কন্যার দাফনে হাজির ছিলাম।

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ কবরের পাশেই বসেছিলেন।

[১২৬] দেখুন : জাওয়ামিউস সিয়ার : পৃষ্ঠা, ৩৮-৪০, যাদুল মাআদ : ১/১০৩-১০৪, আল-ফুসূল ফি সিরাতির রাসুল : পৃষ্ঠা, ২৪১-২৪২, সিরাতুন নবি ﷺ নূমানি : ২৫৪-২৫৯

অধ্যায়-১৭

কন্যাদের প্রতি ধৈর্যের উপদেশ।

সিরাত তাইয়্যিবা থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, নবি করিম ﷺ তাঁর কন্যাদের সবর করার উপদেশ দিতেন। শুধু তাই নয় ; বরং বিপর্যয় আসার আগেই তিনি তাদের মানসিকভাবে বিপর্যয় সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করতেন। নিম্নে রবের অশেষ কৃপায় এ বিষয়ে দুটি ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে :

১. দৌহিত্রের জীবনের বেলাভূমিতে কন্যাকে সবর করার উপদেশ :

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহি. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে নকল করেন যে, তিনি বলেছেন :

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ

একদা আমরা নবি করিম ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় নবি করিম ﷺ-এর কোন এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে তাঁকে জানাল যে, তাঁর মেয়ের পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

নবি করিম ﷺ সংবাদবাহককে বলে দিলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ যা নিয়েছেন এবং তিনি যা দিয়েছেন সবেরই তিনি মালিক। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট। কাজেই তাকে ধৈর্য ধরতে এবং প্রতিফল পাওয়ার আশা করতে বলো।[১৩৬]

এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, শিশুটি তখনও মারা যায়নি, তবে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রহি. লিখেছেন যে,

[১৩৬] সহিহ বুখারি : ৭৩৭৭, সহিহ মুসলিম : ৯২৩